অষ্টম অধ্যায়
শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৭.৩১ শতাংশ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৯.৬৬ শতাংশ। জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে মাইনিং এবং কোয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ চারটি খাত সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ খাতগুলোর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৭.৭৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে ০.২২ ভাগ বেশি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে ২.৩ শতাংশ কম। নিম্নের সারণি ৮.১ এ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০০-০১ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছেঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (সাময়িক)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৯২৬৭.৪ (৬.৬)	৯৯৮০.১ (৭.৭)	১০৬৯৯.৬ (৭.২)	১১৪৯৬.৫ (৭.৪৫)	১২৪০৮.৫ (৭.৯৩)	১৩৫৫১.৫ (৯.২১)	১৪৮৬৫.১ (৯.৬৯)	১৬০৯০.৯ (৮.২৫)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২৩১৩০.২ (৭.০)	২৪১৯৪.১ (৪.৬)	২৫৭৮০.৮ (৬.৬)	২৭৫৭২.৩ (৬.৯৫)	২৯৮৬০.৫ (৮.৩০)	৩৩২৬৮.২ (১১.৪১)	৩৬৫০৭.১ (৯.৭৪)	৩৯১৪২.৪ (৭.২২)
মোট	৩২৩৯৭.৬ (৬.৭)	৩৪১৭৪.২ (৫.৫)	৩৬৪৮০.৪ (৬.৮)	৩৯০৬৮.৮ (৭.১)	৪২২৬৯.০ (৮.১৯)	৪৬৮১৯.৭ (১০.৭৭)	৫১৩৭২.২ (৯.৭২)	৫৫২৩৩.৩ (৭.৫২)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকার বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প কারখানাকে লাভজনকভাবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকার ইতোমধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বহু গঠনমূলক এবং যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করে বাণিজ্য উদারিকরণ করেছে যাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা লাভজনকভাবে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ফলে অধুনা সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে ইতোমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বেশ কিছু শিল্প কারখানা বেসরকারি মালিকানায় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এ খাতে অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্পপার্ক স্থাপন ও বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে এ সমস্ত শিল্পাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমির সদ্ব্যবহারসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ধারা সৃষ্টি করা যায়।

দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) অগ্রাধিকার খাত এবং শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা শিল্প নীতিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও কৌশলগত সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার একটি পৃথক এসএমই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে এসএমই সংক্রান্ত নীতিমালায় সন্নিবেশিত যাবতীয় দিক নির্দেশনা ও কৌশল এসএমই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান শিল্পনীতিতে অধিকহারে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শিল্প নীতির আলোকে বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে হিমায়িত, পাস্তুরিত, কৌটাজাত (Canned) কিংবা শুষ্ক খাদ্য (Dry food) হিসেবে শিল্পজাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে দেশে এসমস্ত শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে আধুনিক ও মানসম্পন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করে সারা বছরই বাজারে সরবরাহ কিংবা রপ্তানি সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে।

তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তির (আইসিটি) এ যুগে শিল্প কারখানা দক্ষ ও লাভজনকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার করে পণ্যের কস্ট ইফেকটিভনেসসহ গুণগত মান উন্নয়ন এবং নির্ভুলভাবে অতি দ্রুত সেবার (কাস্টমার সার্ভিস) নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। সে কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা শিল্প নীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে যে শিল্প খাত গড়ে উঠবে তাতে আশা করা যায় মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) শিল্প খাতের অবদান ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশে এবং এখাতে মোট কর্মরত জনশক্তির হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হবে। শিল্প খাতে প্রাক্কলিত এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিল্প নীতিতে কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা জোরদার করা, রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পের সম্ভাব্য প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, এসএমই ও কুটির শিল্প খাতকে শিল্পায়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ, মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে প্রাধিকারের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান, উৎপাদিত শিল্প পণ্যের গুণগত মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীত করে সহনশীল মূল্যে বাজারজাতকরণ, পরিবেশ-বান্ধব পণ্য উৎপাদন এবং শিল্পক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

নতুন শিল্পনীতিতে যে ধরণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তাতে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিস্তৃতি ঘটবে এবং শিল্পখাতে অব্যাহত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন (Sustainable industrial growth) সম্ভব হবে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

ম্যানুফ্যাকচারিং মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উপাদান পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে (১৯৮৮-৮৯=১০০) মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০০-০১ অর্থ বছরে ২২৮.৪৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩৫৯.৮৩ -এ দাঁড়ায়। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর/০৭ পর্যন্ত সময়ে এ সূচকের গড় দাঁড়ায় ৩৭৩.২৯। নিম্নের সারণি ৮.২-এ ২০০০-০১ থেকে চলতি অর্থবছরের (২০০৭-০৮) ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে ।

সারণি ৮.২ঃ ২০০০-০১ হতে ২০০৭-০৮ (১৯৮৮-৮৯=১০০) মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক

(Quantum Index of Production)

	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (জুলাই - ডিসেম্বর)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২২৮.৪৩	২৩৮.৭৫	২৫৪.৪৫	২৭২.১৩	২৯৪.৭২	৩২৭.০৯	৩৫৯.৮৩	৩৭৩.২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

দেশীয় মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। পল্লী অর্থনীতির খামার-বহির্ভূত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন অনেকাংশে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয় ভিত্তিক হলেও বর্তমানে ব্যাংক ও ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বৃহৎ সম্ভাবনার প্রতি নীতি নির্ধারক এবং পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণের ফলে বর্তমানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ শুরু করেছে। দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক (বিভাগীয় শহর ও নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে) শিল্প স্থাপন ও তদসংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদানকারী খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে ২০০২ সালে চালুকৃত ৫০.০০ কোটি টাকা তহবিলের পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতে অর্থায়নকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য এ ঋণ বিতরণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ" (SME) খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ১০০ কোটি টাকার একটি স্কীম প্রবর্তন করেছে। ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাব বর্তমানে এ স্কীম ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত এ তহবিল হতে বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মোট ৩৪১.৩৮ কোটি টাকা পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, Enterprise Growth and Bank Modernisation Project (EGBMP)-এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংক SME খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত ১০১.৫৪ কোটি টাকার তহবিল সরবরাহ করেছে। ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে এ তহবিল হতে বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত মোট ১৪৪.৮৮ কোটি টাকা পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৫ সালে Small and Medium Enterprise Sector Development Project (SMESDP) এর আওতায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এ খাতে আরো ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে, যার আওতায় ইতোমধ্যে SME খাতে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ সকল অর্থায়ন সুবিধা SME খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরো জোরদার করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের জন্য উপরোল্লিখিত কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৩১ মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মোট ৬৪৩.৪৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৪১.৩৮ কোটি টাকা, আইডিএ প্রদত্ত তহবিল থেকে ১৪৪.৮৮ কোটি টাকা এবং এডিবি প্রদত্ত তহবিল থেকে ১৫৭.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

SME খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৩১ মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত পুনঃ অর্থায়নের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৮.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৮.৩ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়ন এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩১ মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত)

	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	**মধ্য মেয়াদি ঋণ**	**দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ**	**মোট ঋণ**	**শিল্প**	**বাণিজ্য**	**সেবা**	**মোট**
ক)	বাংলাদেশ ব্যাংক **তহবিল**	৫৮.৩৮	১৭১.৩৭	১১১.৬৩	৩৪১.৩৮	৯১৭	২৪২৬	৭৫২	৪০৯৫
খ)	আইডিএ **তহবিল**	৪১.৬৭	৬৩.৮৯	৩৯.৩২	১৪৪.৮৮	৭০১	৮৫৪	২১১	১৭৬৬
গ)	এডিবি **তহবিল**	৬৮.৫২	৫০.৯৫	৩৭.৭১	১৫৭.১৮	৩৮৬	৮০৩	২৪৭	১৪৩৬
	মোট	**১৬৮.৫৭**	**২৮৬.২১**	**১৮৮.৬৬**	**৬৩৩.৪৪**	**২০০৪**	**৪০৮৩**	**১২১০**	**৭২৯৭**

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক এর তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ									
	ব্যাংকসমূহের নাম	**পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)**				**অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)**			
		চলতি	**মধ্য মেয়াদি**	**দীর্ঘ মেয়াদি**	**মোট ঋণ**	**শিল্প**	**বাণিজ্য**	**সেবা**	**মোট**
১	এনসিসি ব্যাংক লিঃ	১.৯০	৯.৭০	০.৮৮	১২.৪৮	৪	২৮৮	৭	২৯৯
২	যমুনা ব্যাংক লিঃ	৮.৮০	১.৬১	০.৯২	১১.৩৩	৪৬	৩০	৮	৮৪
৩	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১.১০	-	-	১.১০	৩	০	০	৩
৪	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	২.০৫	৪.০৭	-	৬.১৩	৯	১০১	৩	১১৩
৫	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	১৫.২৬	২.১৮	০.৯৪	১৮.৩৮	৬৬	৭৫	২৫	১৬৬
৬	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	৩.৮৭	৩০.৯১	-	৩৪.৭৭	১৬৪	৮৯৬	১৬	১০৭৬
৭	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	২.৭৯	০.১৫	-	২.৯৪	০	৩১	১০	৪১
৮	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ	০.৭৯	-	-	০.৭৯	২	৫	০	৭
৯	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	০.০৮	৮.১৪	-	৮.২৩	২৮	২৩৪	১৪	২৭৬
১০	ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ	০.০৩	১৬.৯৪	৯.৭৪	২৬.৭১	১৯	২৪৩	৩	২৬৫
১১	ঢাকা ব্যাংক লিঃ	১০.২০	২.৩৯	-	১২.৫৯	৪৭	৫৮	১৭	১২২
	উপ-মোট	**৪৬.৮৮**	**৭৬.০৮**	**১২.৪৭**	**১৩৫.৪৩**	**৩৮৮**	**১৯৬১**	**১০৩**	**২৪৫২**
	নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	**পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)**				**অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা**			
১	উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০.৭৮	১০.০৬	১৫.৪২	২৬.২৬	০	২	১৫১	১৫৩
২	প্রাইম ফাইন্যান্সএন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১.৯৫	১.৮০	১.৪৩	৫.১৮	৫	১৫	৯	২৯
৩	মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিঃ	০.০৭	২৭.৬৩	১৪.০৪	৪১.৭৪	১৯১	৩২৯	১৪১	৬৬১
৪	আইডিএলসি অব বাংলাদেশ	-	১৫.৮২	৩.৯৩	১৯.৭৫	৫০	৫৯	৩৯	১৪৮
৫	ফনিক্স লিজিং কোং লিঃ	০.৯১	৩.৫৩	-	৪.৪৪	৫০	১০	২৩	৮৩
৬	ইউনাইটেড লিজিং কোং লিঃ	৩.৩৪	১১.২৮	১২.৩১	২৬.৯৩	৬৭	৯	৯১	১৬৭
৭	ভ্যানিক বাংলাদেশ লিঃ	০.০৩	০.০৫	-	০.০৮	২	০	০	২
৮	বে- লিজিং কোং লিঃ	০.২৫	০.৫২	০.৪৭	১.১৪	৭	০	১	৮
৯	ফিডালিটি এস্টেটস এন্ড সিকিউরিটিজ কোং লিঃ	-	০.৭৮	১৯.২৯	২০.০৭	২১	৫	৯২	১১৮
১০	ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০.৩৬	৫.৩০	০.৮৭	৬.৫২	৩৩	১০	১৯	৬২
১১	পিপলস লিজিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স	০.৪০	১১.৩১	১৩.৭৫	২৫.৪৬	৪৪	৯	৩৬	৮৯
১২	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	-	১.১০	৪.৩২	৫.৪২	০	৪	৯	১৩
১৩	আই আই ডি এফ সি	১.৭১	২.৭৩	৪.৮০	৯.২৪	৪৭	২	৩	৫২
১৪	জি এস পি ফাইন্যান্সিং	০.৫০	-	২.০৮	২.৫৮	২	১	৩	৬
১৫	ন্যাশনাল হাউজিং লিঃ	০.৪০	০.৭৬	০.৯১	২.০৭	৫	১	৬	১২
১৬	ওমান বাংলাদেশ লিজিং	-	০.১৩	৪.০৮	২.০৭	১	০	২০	২১
১৭	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং	০.৩০	১.৯৪	০.১৩	২.৩৭	২	৪	৪	১০
১৮	প্রিমিয়াম লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	-	০.২১	০.৩৮	০.৫৯	২	০	০	২
১৯	ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিঃ	০.৫০	০.৩৫	০.৯৫	১.৮০	০	৫	২	৭
	উপ-মোট	১১.৫০	৯৫.২৯	৯৯.১৭	২০৫.৯৫	৫২৯	৪৬৫	৬৪৯	১৬৪৩
	সর্বমোট	৫৮.৩৮	১৭১.৩৭	১১১.৬৩	৩৪১.৩৮	৯১৭	২৪২৬	৭৫২	৪০৯৫

খ) আইডিএ ক্রেডিট ফান্ড কর্তৃক পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ									
	ব্যাংকসমূহের নাম	**পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)**				**অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা**			
		চলতি	**মধ্য মেয়াদি**	**দীর্ঘ মেয়াদি**	**মোট ঋণ**	**শিল্প**	**বাণিজ্য**	**সেবা**	**মোট**
১	এনসিসি ব্যাংক লিঃ	০.১০	৫.৫৯	৪.১৩	৯.৮২	২	২২৮	৫	২৩৫
২	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	১.০০	৩২.৮৮	০	৩৩.৮৮	২৯৮	৩৫৬	৬	৬৬০
৩	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	৫.৩৩	০.১৭	০.৩৫	৫.৮৫	৬	৩৬	৩	৪৫
৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	৮.৬৪	০.২৭	০	৮.৯১	২৬	২১	১৪	৬১
৫	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	০.৩৩	১.১৪	০	১.৪৭	১	৩০	০	৩১
৬	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিঃ	৯.২৯	০.১৩	০	৯.৪২	১৯	২৮	২	৪৯
৭	যমুনা ব্যাংক লিঃ	৭.৬৮	১.৩২	০.৬৩	৯.৬৩	৬৫	৩	০	৬৮
৮	ঢাকা ব্যাংক লিঃ	৪.০৫	৩.৭৬	০	৭.৮১	৯২	৩৫	১২	১৩৯
৯	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	০.৪০	০	০	০.৪০	১	০	০	১
১০	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	০.৫০	০	০	০.৫০	১	১	০	২
১১	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	০	৩.৫৫	০	৩.৫৫	৩১	৪৩	০	৭৪
১২	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	০	১.৬৯	০	১.৬৯	১৪	৫২	২	৬৮
	উপ-মোট	**৩৭.৩২**	**৫০.৪৯**	**৫.১১**	**৯২.৯১**	**৫৫৬**	**৮৩৩**	**৪৪**	**১৪৩৩**

	নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা			
		চলতি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ফিডিলিটি এস্টেটস এন্ড সিকিউরিটিজ কোং লিঃ	০	০.১৩	৪.১৭	৪.২৯	১	১	২৩	২৫
২	আইডিএলসি অব বাংলাদেশ	০.৭৮	৪.৬৭	১.১৪	৬.৫৯	৩৫	১১	১৭	৬৩
৩	ফনিক্স লিজিং কোঃ লিঃ	০.২৫	১.৮৯	৭.১৭	৯.৩২	২২	৯	১৫	৪৬
৪	উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০.১০	০.৬৫	১৪.৬৬	১৫.৪১	০	০	৬০	৬০
৫	ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০	০.১৩	০	০.১৩	১	০	১	২
৬	ইউনাইটেড লিজিং কোং লিঃ	২.৬৮	১.২১	১.৭৪	৫.৬৩	২৫	০	১৭	৪২
৭	মাইডাস ফাইন্যান্স লিঃ	০	২.৩১	২.৫৮	৪.৮৯	৩৭	০	১৮	৫৫
৮	ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০.২৫	১.৯৩	০.০৫	২.২৩	২০	০	২	২২
৯	প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০.৩০	০.১০	০	০.৪০	১	০	১	২
১০	আইআইডিএফসি	০	০.২০	১.১০	১.৩০	৩	০	১	৪
১১	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট	০	০.১৭	১.৬১	১.৭৮	০	০	১২	১২
	উপ-মোট	৪.৩৫	১৩.৪০	৩৪.২১	৫১.৯৬	১৪৫	২১	১৬৭	৩৩৩
	সর্বমোট	৪১.৬৭	৬৩.৮৯	৩৯.৩২	১৪৪.৮৮	৭০১	৮৫৪	২১১	১৭৬৬

গ) এডিবি ফান্ড কর্তৃক পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ									
	ব্যাংকসমূহের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা			
		চলতি	মধ্য মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	১৭.৩৩	৮.৯৮	১.৪৯	২৭.৭৯	৩৬	২৫৯	৬	৩০১
২	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	১১.৩৬	৫.৭৩	১৪.৩০	৩১.৩৮	৪৭	১৮৭	৮	২৪২
৩	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	১৯.৮১	১.০৭	০.৬৯	২১.৫৮	৫২	১৬৭	১৫	২৩৪
৪	ঢাকা ব্যাংক লিঃ	১৮.৪১	৮.৮৩	০	২৭.২৪	১৫২	৮৮	৫২	২৯২
৫	এনসিসি ব্যাংক লিঃ	০.১৬	০.২২	০.১৯	০.৫৭	৩	১১	০	১৪
৬.	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	০.০৩	১.০০	০	১.০৩	২	১৯	০	২১
৭.	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	১.২৭	০.০৫	০.০৬	১.৩৭	৩	৭	৩	১৩
	উপ-মোট	৬৮.৩৬	২৫.৮৮	১৬.৭২	১১০.৯৬	২৯৫	৭৩৮	৮৪	১১১৭
	নন -ব্যাংক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা			
১	উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০	১.৬১	৫.৯৮	৭.৫৯	০	০	৬৬	৬৬
২	ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	০	৪.৮৪	১.৪১	৬.২৫	৬	১৬	১৭	৩৯
৩	মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিঃ	০	২.৬৩	১.৯০	৪.৫৩	২৪	২২	১৪	৬০
৪	আইডিএলসি অব বাংলাদেশ	০	১১.৩০	৩.২৩	১৪.৫৩	৪৭	৫	৪৫	৯৭
৫	পিপলস লিজিং কোং লিঃ	০	২.৫০	৫.৮৭	৮.৩৭	৭	১৮	৯	৩৪
৬	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং	০.১৬	১.২৫	২.৩০	৩.৭১	২	৪	১০	১৬
৭.	প্রিমিয়ার লিজিং	০	০.৯৪	০.৩০	১.২৪	৫	০	২	৭
	উপ-মোট	০.১৬	২৫.০৭	২০.৯৯	৪৬.২২	৯১	৬৫	১৬৩	৩১৯
	সর্বমোট	৬৮.৫২	৫০.৯৪	৩৭.৭১	১৫৭.১৮	৩৮৬	৮০৩	২৪৭	১৪.৩৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮.৩ থেকে দেখা যায় যে, মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত SME খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক, আইডিএ ও এডিবি -এর মোট ৬৪৩.৪৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণকারী ১৪টি ব্যাংক ও ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ৭২৯৭টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ বিতরণ করেছে, যার মধ্যে চলতি মূলধন, মধ্যমেয়াদী ঋণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১৬৮.৫৭ কোটি টাকা, ২৮৬.২১ কোটি টাকা এবং ১৮৮.৬৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশে অকৃষিখাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। এ খাতের প্রায় সবটাই বিস্তৃত মূলতঃ বেসরকারি খাতে। বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) পূর্বের মতো ২০০৭-০৮ অর্থ বছরেও উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে।

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে (মার্চ ০৮ পর্যন্ত) দেশে মোট ২১০৪ টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ৪২৩৩টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এ সব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ২৯৩.৮৯ কোটি টাকা। উল্লিখিত

বিনিয়োগের মধ্যে ১৪৯.৭২ কোটি টাকা এসেছে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ থেকে। বাদবাকী ১৪৪.১৭ কোটি টাকা উদ্যোক্তারা তাদের নিজস্ব সম্পদ থেকেই বিনিয়োগ করেছে।

শিল্প স্হাপনের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে বিসিকের মোট ৭৪টি শিল্প নগরী রয়েছে। বিসিকের এ শিল্প নগরীগুলো জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত শিল্প নগরীসমূহে স্হাপিত ৫১৫২টি শিল্প ইউনিটে মোট ৮৮৯৮.৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত শিল্প ইউনিটসমূহে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ২১০২৮.৩৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে বিদেশে রপ্তানী হয়েছে ১০৪৮৯.২০ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী। শিল্প কারখানাগুলো এ সময়ে সরকারকে মোট ১৬৩১.৩০ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করেছে; যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১৪৮.০৩ কোটি টাকা বেশী।

রাজধানীর হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীসমূহকে রাজধানীর বাইরে পরিবেশ বান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে সাভার ও কেরানীগঞ্জে ২০০ একর আয়তন বিশিষ্ট একটি চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে মাটি ভরাট, রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ, বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদি নির্মাণ হওয়ায় ১৯৫টি প্লট ১৫৪টি ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিল্প ইউনিটসমূহ চালু হলে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়। বিসিক লবণ চাষীদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ও বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা, সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিসিকের সহায়তায় ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে সারাদেশে প্রায় ১০.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। অন্যদিকে ভোজ্য লবণে আয়োডিন সংমিশ্রণের মাধ্যমে মানবদেহে আয়োডিন ঘাটতিপূরণের লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় বিসিক সারাদেশে অবস্হিত ২৬৭টি লবণ কারখানায় সমসংখ্যক আয়োডিন সংমিশ্রণ প্ল্যান্ট বিতরণ করেছে। এছাড়াও উদ্যোক্তারা তাদের নিজস্ব বিনিয়োগে ৩৯টি আয়োডিন সংমিশ্রন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। আয়োডিন ঘাটতির কারণে সার্বিক সমস্যা ১৯৯৩ ইং সনে বিদ্যমান ৬৮.৯০ শতাংশ থেকে কমে ২০০৪-০৫ সালে ৩৩.৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া একই সময় গলগন্ড রোগের পরিমাণ ৪৭.১০ শতাংশ থেকে কমে ৬.২ শতাংশ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সালের Mixed Indicator Cluster Survey (MICS) অনুযায়ী দেশে গৃহ পর্যায়ে আয়োডিন লবণ ব্যবহারের হার ৮৪ শতাংশ। বিসিকের উদ্যোগে আয়োডিনযুক্ত লবন ব্যবহারের বিষয়ে জুলাই ২০০০ থেকে এপ্রিল-০৮ পর্যন্ত পরিচালিত ৫৭০টি মোবাইল কোর্ট ১৯.১৭ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে জুলাই-০৭ থেকে এপ্রিল-০৮ পর্যন্ত পরিচালিত ৯২টি মোবাইল কোর্ট ২.৮৮ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ

(ক) বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)ঃ বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীনে বর্তমানে (২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর) ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার কারখানা এবং ১টি হার্ডবোর্ড মিল রয়েছে। উল্লেখ্য, ক্রমাগত লোকসানের কারণে বিসিআইসি'র ১০টি কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের তালিকাভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে ৪টি কারখানা প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এই কারখানাগুলো হলো (১) লীরা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ (২) কোহিনূর ব্যাটারী ম্যানুঃ লিঃ (৩) উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ এবং (৪) সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস লিঃ। অবশিষ্ট ৬টি কারখানার মধ্যে খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ এবং কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যালস লিঃ এর কস্টিক ক্লোরিন প্লান্টটি কর্ণফুলী পেপার মিলের সংগে একীভূত করে পুনরায় চালু করা হয়েছে। অন্যান্য ৫টি কারখানার মধ্যে ঢাকা লেদার কোম্পানী লিঃ, নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ, চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনঃ চালু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অবশিষ্ট ২টি কারখানা যথা- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ এবং কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যালস লিঃ আর্থিক বিবেচনায় পরিচালনা লাভজনক হবে না বিধায় প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০০৭-০৮ (জুলাই-০৭ থেকে মার্চ-০৮) সময়ে বিসিআইসি'র ১২টি কারখানায় ৭৯৯.৫৪ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৮৫২.৪৯ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৭ শতাংশ । একই সময়ে সংস্হার

কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমান ছিল ১০০৪.২২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহ জাতীয় কোষাগারে রাজস্ব (কর ও শুল্ক) হিসেবে ৬২.০৩ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী উক্ত সময়ে বিসিআইসি'র কারখানাসমূহ লোকসান দিয়েছে ২৭৮.১৭ কোটি টাকা।

বর্তমানে বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ১২টি চালু কারখানায় ইউরিয়া, টিএসপি/এসএসপি সার, পেপার, হার্ডবোর্ড, সিমেন্ট, গ্লাসশীট, স্যানিটারীওয়্যার এবং ইন্স্যুলেটর উৎপাদিত হচ্ছে। কারখানাসমূহে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ১১,০২,১৬৯ মেঃ টন ইউরিয়া, ২৮,৪২৯ মেঃ টন টিএসপি, ৫১,২৫৯ মেঃ টন এসএসপি, ২,৮৯৬ মেঃ টন এ্যামোনিয়াম সালফেট, ১৭,২৭১ মেঃ টন কাগজ ও ৮৩,০৮০ মেঃ টন সিমেন্ট, ১৭.১১ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাস শীট, ২,২৪৫ মেঃ টন স্যানিটারিওয়্যার, ৫০১ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ৯৪.৪৩ লক্ষ বর্গফুট হার্ডবোর্ড উৎপাদিত হয়েছে। ফসফেটিক সারে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন ও টিএসপি সারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ প্রাঙ্গনে চীনের মেসার্স কমপ্লান্ট ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-১) প্রকল্প এবং জাপানের মেসার্স টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-২) প্রকল্প দুটি যথাক্রমে ৫১০.৬৪ কোটি টাকা এবং ৫১৯.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প দু'টির প্রতিটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৮০০ মেঃ টন ডাই- এ্যামোনিয়াম ফসফেট উৎপাদন। উল্লেখ্য সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে ডিএপি-১ ইউনিটে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে।

(খ) **বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি):** দেশে বর্তমানে কটন ও সিনথেটিক স্পিনিং মিলের সংখ্যা ২৫৪টি, তন্মধ্যে বেসরকারি খাতে মিলের সংখ্যা ২৩১টি। এছাড়াও উইভিং উপখাতে ১,৪২২টি ইউনিট (বড়, মাঝারি এবং স্পেশালাইজড পাওয়ারলুম ইউনিটসহ) ১,৪৮,৩৪২টি হস্তচালিত তাঁত কারখানা, ৮০০টি রপ্তানীমুখী নীটিং ও নীট-ডাইয়িং ইউনিট, ৩০৩টি ডাইয়িং-ফিনিশিং ইউনিট (১৮২টি সেমি-মেকানাইজড এবং ১২১টি মেকানাইজড) ও প্রায় ২০০০টি স্থানীয় হোসিয়ারী কারখানা রয়েছে। বর্তমানে নীটিং ও নীট ডাইয়িং ইউনিটসমূহ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ করছে। ওভেন ডাইং ও ফিনিশিং কারখানাসমূহের অধিকাংশই স্থানীয় চাহিদার সিংহভাগ মিটানোর পাশাপাশি রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মিটিয়ে থাকে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি খাতে (বিটিএমসি'র অধীনে) মাত্র ২৩টি পুরাতন স্পিনিং মিল রয়েছে; তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি শিল্প ইউনিট সার্ভিস চার্জে পরিচালিত হচ্ছে।

(গ) **বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি):** বিএসএফআইসি এর আওতাভুক্ত ১৫টি চিনি কলে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা মাত্র ২.১০ লক্ষ মেঃ টন এবং দেশে বর্তমান চিনির চাহিদা ১২.২০ লক্ষ মেঃ টন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চিনির ক্রমবর্দ্ধমান বহুমুখী ব্যবহার এবং নগরায়নের ফলে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০, ২০১৫ এবং ২০২০ সালে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৩.৩০ লক্ষ মে. টন, ১৫.৮০ লক্ষ মে. টন ও ১৮.৬০ লক্ষ মে. টন । ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ১,৭৪,০২১ মেঃ টন চিনি উৎপাদন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং এর বিপরীতে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ২,৬৩,৮৪৪ মেঃ টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে এবং ১,০০,৫০৭ মেঃ টন চিনি বিক্রি হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিএসএফআইসি শুল্ক ও কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৪৪.৭১ কোটি টাকা জমা করেছে।

(ঘ) **বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)ঃ** বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানীযোগ্য পাটের সূতা , জিওজুট, কটন ব্যাগিং, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে পাটকলসমূহে মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল ২.০৬ লক্ষ মেঃ টন এবং জুলাই-০৭ থেকে মার্চ-০৮ সময়ে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ০.৬৩ লক্ষ মেঃ টন । ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে (মার্চ-০৮ পর্যন্ত) বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ৪৪.২০ মেঃ টন ও রপ্তানী আয় ২১০.০০ কোটি টাকা । দেশের অভ্যন্তরে পাটজাতদ্রব্য বিক্রয়ের শুল্ক এবং বিভিন্ন প্রকার কর, ফি ইত্যাদি বাবদ ২০০৭-০৮ (জুলাই-০৭ থেকে মার্চ-০৮) অর্থ বছরে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনাধীণ মিলসমূহ আনুমানিক ১.৩০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে।

(ঙ) **বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)-** বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে, যার মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনকারী এবং অবশিষ্ট ২(দুই)টি লোকসানী। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান তথা এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের বিদ্যুতায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্হাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিএসইসি'র উৎপাদিত পন্য সামগ্রীর মধ্যে মটরসাইকেল, মিশুক (ত্রি-চক্রযান), জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, ইলেকট্রিক কেবলস, টিউব লাইট, সুপার এনামেলড কপার, ওয়্যার, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেজর ব্লেড, জলযান মেরামত , বাস, ট্রাক ও জীপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিএসইসি'র ৯টি প্রতিষ্ঠানে জুলাই/০৭ – ফেব্রুয়ারি/০৮ সময়ে ৩৪৯.৭৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জুলাই/০৬-ফেব্রুয়ারি/০৭ সময়ে উৎপাদিত হয়েছিল ২৮১.৭২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী । বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৫৬১.০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ৬১৫.৭১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়, যা পূর্ববর্তী বছরের বিক্রয়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি । ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের সার্বিক নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ২০.৫১ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত মুনাফা ৩২.২২ কোটি টাকা অর্জিত হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার ১৫৭ শতাংশ । গত অর্থবছরে বিএসইসি শুল্ককর বাবদ সরকারি কোষাগারে ১৬৫.৯৫ কোটি টাকা জমা করে, যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বাধিক।

(চ) বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)ঃ ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত অধ্যাদেশ The Bangladesh Standard and Testing Institution Ordinance 37 of 1985 এর মাধ্যমে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরী (CTL) ও বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন (BDSI) কে একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তৎকালীন কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণীবিন্যাস সদর দপ্তরটি (Department of Agriculture Grading and Marketing) বিএসটিআই এর সংগে একীভূত করা হয়। দেশে মান নিয়ন্ত্রনকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসটিআই এর মূল দায়িত্ব হচ্ছেঃ

(ক) দেশে উৎপাদিত শিল্প পণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়া ও পরীক্ষা পদ্ধতির জাতীয় মান প্রণয়ন;
(খ) প্রণীত মানের ভিত্তিতে পণ্য সমগ্রীর গুনগত মান পরীক্ষা/বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রন এবং গুনগতমানের নিশ্চয়তা বিধান;
(গ) দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলন, বাস্তবায়ন, ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা তদারকি।

বিএসটিআই ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে ৬টি বিভাগে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। 'বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ২০০৩' এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, নিয়ন্ত্রন ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই/০৭-জানুয়ারি/০৮ পর্যন্ত ৭(সাত) মাসে ৫১১টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ১৩৭টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১,৫০৪টি মামলা দায়ের করে প্রায় ২.০০ কোটি টাকা জরিমানা আদায়সহ ২৪জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেছে। একই সময়ে 'ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ ১৯৮২' এবং 'ওজন পরিমাপ আইন (সংশোধনী) ২০০১' এর অধীনে মেট্রোলজি কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন জরুরী প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে ৫৬৩টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ২১২টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৩১৫৩টি মামলা দায়ের করে প্রায় ১.৬৩ কোটি টাকা জরিমানা আদায়সহ ১১জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেছে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী ল্যাবরেটরীর পরীক্ষণ ফলাফল বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে স্থাপিত ন্যাশনাল এক্রিডিটেশন বোর্ড ল্যাবরেটরী এক্রিডিটেশনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিএসটিআই এর অভ্যন্তরীণ কর্মক্ষমতা/দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ২টি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও আরো ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর বাংলাদেশ নামে একটি টিএ প্রকল্প ৩৯৬.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বানিজ্য উদারীকরণের ফলে প্রতিযোগিতায়

টিকে থাকার জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে UNIDO কর্তৃক গৃহীত এ আঞ্চলিক প্রকল্পে বাংলাদেশ অংশীদার।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পখাতভুক্ত সংস্থাসমূহের সংস্কার কর্মসূচি

রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে বর্তমানে যে সব সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিম্নরূপঃ

- আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের মিলসমূহ ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণ;
- বেসরকারিকরণ অথবা বন্ধকৃত মিলসমূহের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি দায় দেনা নিস্পত্তিকরণ;
- চালু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের অতিরিক্ত জনবল হ্রাসসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকরণপূর্বক লোকসান কমানো;
- রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা সময়মত সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরোপের লক্ষ্যে পুরস্কার /শাস্তি স্কীম সম্প্রসারণ; এবং
- রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন শিল্প সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্য/সেবার মূল্য বাজার চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে নির্ধারণ ইত্যাদি।

শিল্প বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প ঋণ

কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাংখিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন তথা শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস হিসেবে বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত ছিল। ফলে দেশে সরকারিভাবে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ৮.৪ এ ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মার্চ -২০০৮ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি দেখানো হ'লঃ

সারণি ৮.৪ ঃ শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
১৯৯৮-৯৯	৭৯০৫.৪৮	১৩৩০.১০	৯২৩৫.৫৯	৫২৮১.৬৫	১০৯৩.৩১	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১০৬৮১.৭৪	১৬২৭.২৬	১২৩০৯.০০	৭২০০.১৩	১৬৫৩.৩৪	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	১৩৬৮২.৩৯	৩০৫৭.০৭	১৬৪৩৯.৪৬	৯৭৭৭.৪৭	২৭৯৫.১০	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	১৩৭৬৫.১২	৩৫০৫.১৫	১৭১৭০.২৭	৯৬৩৮.৩৪	৩২১২.৯৭	১২৮৫১.৩১
২০০২-০৩	১৫৬৭১.৪৬	৩৯৬১.৯৯	১৯৬৩৩.৪৫	১২২৮৩.২১	৩৮৩৫.১২	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪	১৮,৭০৩.১০	৬৬৭৫.৯৯	২৫,৩৭৯.০৯	১৫,৪৩৫.০০	৪,৯৬৩.৪৪	২০,৩৯৮.৪৪
২০০৪-০৫	২২১৭৫.৭৮	৮৭০৪.৫২	৩০৮৮০.৩০	১৮১৮৯.৬৫	৮৫৪৬.৯৮	২৬৭৩৬.৬৩
২০০৫-০৬	২৮৫৫৩.৭৪	৯৪১৯.০৩	৩৭৯৭২.৭৭	২৩৪৩৫.৩৩	৬৬৮২.৯৩	৩০১১৮.২৬
২০০৬-০৭	৩১৬৫১.৪১	১২৩৯৪.৭৮	৪৪০৪৬.১০	২৩৭৯০.৫৪	৯০৬৮.৪৫	৩২৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮*	২৮৫৫৪.৫৭	১৪৫৭৪.৩১	৪৩১২৮.৮৮	২০২৪১.৬৪	৯৭০৬.৬৭	২৯৯৪৮.৩১

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ সময়ে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে শিল্প খাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৪,০৪৬.১০ কোটি টাকা ও ৩২,৮৫৮.৯৯ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৫.৬১ ভাগ এবং শতকরা

১০.৫০ ভাগ বেশি। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে চলতি ঋণ আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.৫৫ ভাগ এবং মেয়াদি শিল্প ঋণ আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৩৪.১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত শিল্প খাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋনের পরিমান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৩,১২৮.৮৮ কোটি টাকা ও ২৯,৯৪৮.৩১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে বিতরণ ও আদায়কৃত শিল্প ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৫.২০ ভাগ ও ২৫.২৪ ভাগ বেশী। বিতরণ ও আদায়কৃত শিল্প ঋণের এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

বেসরকারি খাতে উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগমুখী-নীতি ও কৌশল অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই দেশী ও বিদেশী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ মানচিত্রে (Investment map) একটি প্রতিযোগী সক্ষম স্থান (Competitive Location) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮(আট) টি ইপিজেড রয়েছে যথাঃ চট্রগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড। ইপিজেডসমূহে ডিসেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১২৬২.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমান ছিল ১২৯.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইপিজেডসমূহে ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সর্বমোট রপ্তানির পরিমান ছিল ২.০৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থ বৎসরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

সারণি ৮.৫ এ দেশের বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, জনবল ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হয়েছে। বর্তমানে ইপিজেডসমূহে ২৬৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। তন্মধ্যে চট্রগ্রাম ইপিজেডে ১৩৫টি, ঢাকা ইপিজেডে ৯১টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ১৬ টি, মংলা ইপিজেডে ১২টি, উত্তরা ইপিজেডে ৩ টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ০৩টি, আদমজী ইপিজেডে ৩টি এবং কর্নফুলী ইপিজেডে ১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ইপিজেডে ৩১টি, ঢাকা ইপিজেডে ২৯টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ২৪টি, মংলা ইপিজেডে ২৫টি, উত্তরা ইপিজেডে ০৩টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ১৭টি, আদমজী ইপিজেডে ২৮টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ২৬টিসহ মোট ১৮৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সারণি ৮.৫ ঃ **ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ**

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্রগ্রাম ইপিজেড	১৩৫	৩১	৫৯৬.২১	৮৪০৫.০৭	১,১৯,৮৭৪
ঢাকা ইপিজেড	৯১	২৯	৫৫০.১৭	৬৪০৬.২৩	৭১,৬৭৯
কুমিল্লা ইপিজেড	১৬	২৪	৬৮.১৫	১২৯.৭৪	৬,৬৪২
মংলা ইপিজেড	১২	২৫	৩.৯১	২৭.৫৭	৩৬৩
উত্তরা ইপিজেড	০৩	০৩	২.৮১	০.১১	১,৪১৭
ঈশ্বরদী ইপিজেড	০৩	১৭	২.১৪	৬.২২	২০১
আদমজী ইপিজেড	০৩	২৮	২৬.০৭	১৩.০৪	২,১১৪
কর্ণফুলী ইপিজেড	০১	২৬	১৩.২৯	০.০৮	১,৪৭৬
মোট	২৬৪	১৮৩	১২৬২.১৬	১৪,৯৮৮.৩২	২,০৩,৭৬৬

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)

ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ২,০৩,৭৬৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যার প্রায় ৬০ শতাংশ মহিলা। এর মধ্যে চট্রগ্রাম ইপিজেডে ১,১৯,৮৭৪ জন, ঢাকা ইপিজেডে ৭১,৬৭৯ জন, কুমিল্লা ইপিজেডে ৬,৬৪২

জন, মংলা ইপিজেডে ৩৬৩ জন, উত্তরা ইপিজেডে ১,৪১৭ জন, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২০১ জন, আদমজী ইপিজেডে ২,১১৪ জন ও কর্ণফুলী ইপিজেডে ১,৪৭৬ জন বাংলাদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছে। নিম্নের সারণি ৮.৬ এ ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৬ ঃ ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান (ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান
১.	পোষাক শিল্প	৫৮	৩৪৩.৪৬১	১১১৯১৯
২.	টেক্সটাইল	২৮	৩০৫.২৪৫	১৯৭৬৪
৩.	টেরি টাওয়েল	১৬	৩৯.৮৮৬	৬৫৪২
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	২৫	১২৪.২৬৮	২৩,৫৬১
৫.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৩২	১৪২.০০৮	৮,২৫৩
৬.	টুপি	৬	৪২.৪২১	৮,৬৮০
৭.	তাবু	৫	২৩.৮৬৯	৫,৫৬০
৮.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৬	৫৪.৩৯৫	৩২৪২
৯.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	১২	৫৭.৮৩০	৭০৭৯
১০.	ধাতব শিল্প	১১	২২.০৬৮	৮৪৯
১১.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	২২.০৫২	১৯৬৯
১২.	মোড়ক সামগ্রী	২	০.৮৩৭	১২৪
১৩.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৩১.৭০৭	৬৮৬
১৪.	রশি	২	৬.১৩৪	৪০০
১৫.	সেবা খাত	৩	৬.০৩৭	৪৭৮
১৬.	কৃষিজাত শিল্প	১০	৩.০১১	২১৭
১৭.	বিবিধ	২৩	৩৬.৫২৪	৪৪৪৩
	সর্বমোট	২৬৪	১২৬২.১৬	২০৩,৭৬৬

উৎসঃ বেপজা (BEPZA).

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, ইউক্রেন, মার্শাল আইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, নেপাল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩২টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ইপিজেডসমূহ থেকে প্রায় ২০৬৩.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা ইপিজেড থেকে ১,০৩৩.০৩ মিলিয়ন, চট্রগ্রাম ইপিজেড থেকে ৯৭১.৫৪ মিলিয়ন, মংলা ইপিজেড থেকে ১.৩১ মিলিয়ন, কুমিল্লা ইপিজেড থেকে ৪৬.০১ মিলিয়ন, উত্তরা ইপিজেড থেকে ০.০৮ মিলিয়ন, ঈশ্বরদী ইপিজেড থেকে ২.২৩ মিলিয়ন ও আদমজী ইপিজেড থেকে ৯.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ইপিজেডসমূহ হতে রপ্তানির পরিমান দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৭ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ডিসেম্বও ০৭ পর্যন্ত ১০৮৪.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপদিত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৮.৭ এ উল্লেখ করা হ'লঃ

সারণি-৮.৭ঃ বিভিন্ন ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ (১৯৯৯-০০ হতে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত)
ঢাকা	বিনিয়োগ	১৯.৮০	২৪.০৫	৩২.০১	৫৯.১৪	৪৯.৩৬	৫১.৩৫	৬১.৫৭	৮৭.৬৪	৪১.৭৩
	রপ্তানি	৩৬৪.৭২	৪৪৭.৫১	৪৬৬.৭৬	৫৫৪.৭৯	৬৬৭.৬০	৭৫৭.৭৩	৯১৮.৩০	১০৩৩.০৩	৫১১.৩৬
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	১৫.১৮	২৪.৩০	২২.৩৭	৪২.১৪	৫৫.৪৩	৪৫.৩১	৩৫.৯৫	৩২.৬২	৫৪.৭৭
	রপ্তানি	৫২৬.০১	৬২০.৩৫	৬৮০.৭০	৬৪১.২৮	৬৭৯.০১	৭৭২.৩৯	৮৭৩.০৩	৯৭১.৫৪	৫৩২.০০
মংলা	বিনিয়োগ	০.০০	০.০৪	০.৪৩	০.১১	০.৮০	১.৪৯	০.০০	০.৪৩	০.০৫
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	১.৫৫	৩.০০	৩.১১	৭.৮৩	৭.০৯	১.৩১	৩.৫৯
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.৬৪	১.০৫	৯.০৩	১৯.০১	১০.৬২	২১.০২	৬.২০
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০১	১.১৫	৪.১০	৯.৬৬	৩৪.৯৯	৪৬.০১	৩৩.৮২
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.১৬	০.২০	০.৪২	০.৭২	০.০০	১.২৪	০.০৬
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৮	০.০৩
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.০১	০.৫০	০.০০	০.০৫	০.৭৬	০.০০	১.৩৩
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০৯	২.৫৪	২.২৩	০.৩৫
আদমজী	বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৭.৬৮	১৪.৩৯
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.২৩	৯.৪৭	৩.৩৫
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৯১	১১.৩৬
	রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৮
মোট	**বিনিয়োগ**	**৩৪.৯৮**	**৪৮.৩৯**	**৫৫.৬২**	**১০৩.১৪**	**১১৫.০৪**	**১১৭.৯৩**	**১১২.৯০**	**১৫২.৫৪**	**১২৯.৮৯**
	রপ্তানি	**৮৯০.৭৩**	**১০৬৭.৮৬**	**১১৪৯.০২**	**১২০০.২২**	**১৩৫৩.৮২**	**১৫৪৮.৭০**	**১৮৩৬.১৮**	**২০৬৩.৬৭**	**১০৮৪.৫৮**

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছাড়াও দেশের পশ্চাদসংযোগ শিল্প ও সহায়ক শিল্পে বিশেষ অবদান রাখছে। কারন ইপিজেডে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বাইরে অবস্থিত শিল্প থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করছে, তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে। ফলে পশ্চাৎসংযোগ (Backward linkage) শিল্প স্থাপন ও অগ্রসর শিল্পে (Forward linkage) সহায়তা উভয় ক্ষেত্রেই ইপিজেডসমূহ অবদান রাখছে।